উপত্যকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা জরুরি

সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ফের উপত্যকায় জঙ্গি হানায় ৪ পুলিশ কর্মীর শহিদ হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের। দেশের ভূখণ্ড রক্ষার জন্য তাদের প্রাণ দিতে হল। তবে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে পাক মদতপুষ্ট দুই জঙ্গি খতম হয়েছে। এর দরকার ছিল। বিশেষ করে বিনা প্ররোচনায় পাক মদতে জঙ্গিরা প্রায় প্রতিনিয়ত উপত্যকায় হামলা চালাচ্ছে। এটা কিছুতেই বরদাস্ত নয়। বুধবার কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলায় জঙ্গিদের আক্রমণে ৪ পুলিশ কর্মী শহিদ হয়েছেন। সোপিয়ানের পথে যাওয়ার সময়ে পুলিশের গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তারা গাড়িটি সারাচ্ছিলেন। সেই সময়ে তাদের ওপর হামলা হয়। এই হামলায় ২ পুলিশ কর্মী ঘটনাস্থলে শহিদ হন। বাকি দু'জনের মৃত্যু হয় হাসপাতালে। এই মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, কিন্তু সোপিয়ানের পথে জঙ্গিরা ঘুরছিল কীভাবে? অথবা তারা আগেভাগে খবর সংগ্রহ করে পুলিশের গাড়িকে অনুসরণ করছিল কেমন করে? বোঝা যায়, সোপিয়ানে জঙ্গিদের উপস্থিতির কোনও আগাম খবর গোয়েন্দা বাহিনীর জানা ছিল না। অবশ্য একই দিনে সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে দুই হিজবুল জঙ্গি। কাশ্মীর পুলিশের এক শীর্ষকর্তা এ খবর জানিয়েছেন। এটা ঘটনা, কাশ্মীরে জঙ্গিরা সক্রিয়, তাই জঙ্গি দমন চাই। কিন্তু উপত্যকায় সর্বাগ্রে জরুরি শান্তি।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি প্রার্থনা করে, আর কিছুই চায় না। এরাই নাম নিষ্কাম কর্ম—অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করা। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম নিষ্কাম করতে হয়। তবে **সন্ন্যাসী সংসারীদের মত বিষয়কর্ম করে না।**"

"সংসারী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্য, 'পরোপকারের' জন্য নয়। সর্বভূতে হরি আছেন তাঁরই সেবা করা হয়! হরিসেবা হ'লে নিজেরই উপকার হলো 'পরোপকার' নয়। এই সর্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা, যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করচে, তাদের কাছ থেকে উলটে কোনও উপকার চায় না, এরূপ ভাবে যদি সেবা করে, তা হ'লে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম **কর্মযোগ**। এই কর্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ। কিন্তু বড় কঠিন, কলিযুগের পক্ষে নয়।"

"তাই বলছি, যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম করে, দয়া দান করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে। পরের উপকার পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র, সূর্য, বাপ, মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্য করেছেন! বাপ-মার ভিতর যা স্নেহ দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জীবের রক্ষার জন্যই দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, সে তাঁরই দয়া নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর বা না কর, তিনি কোন না কোনও সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না।"

"তাই জীবরে কর্তব্য কি? আর কি, তাঁর শরণাগত হওয়া, আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেইজন্য ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।"

[ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু]

দিনপঞ্জিকা

১৪ ভাদ্র, ভাং ৯ ভাদ্র, **৩১ আগষ্ট**, ১৪ ভাদ্, সংবৎ ৫ ভাদ্রপদ বদি, ১৯ জেলহজ্জ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৫। **শুক্রবার**, পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৭।৩০ মিঃ। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৩ মিঃ। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ঘ ৭।১৮ মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ৭।৪২ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ৭।৩০ গতে গড়করণ। **জন্মে**—মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টৌত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ঘ ৭।২৩ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**—দোষনাই। **যোগিনী**—দক্ষিণে, রাত্রি ঘ ৭।৩০ গতে পশ্চিমে। **বারবেলাদি**—ঘ ৮।৩০ গতে ১১।৩৮ মধ্যে। **কালরাত্রি**—ঘ ৮।৪৬ গতে ১০।১২ মধ্যে। **যাত্রা**—শুভ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ৩।৫৪ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ৭।২৩ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**—(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অধ্যুঢ়াহ্ন) নামকরণ দীক্ষা দেবতাগঠন নৌকাচালন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পূণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। **বিবিধ**—পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন।**পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পূজা। সমগ্র অসমে ও অন্যান্য স্থানে শ্রী শ্রী মাধবদেব মহাপুরুষের তিরোভাবোৎসব ও পূজা। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৫৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—রাত্রি ঘ ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৪ ভাদ্র, ভাং ৯ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট, ১৯ জিলহজ্ব, ১৪ ভাদ্, উঃ ৫।২০, অঃ ৫।৫৩, শুক্রবার, পঞ্চমী রা ঘ ৭।২৯, সেহ্রী শেষ ৩।৫৬, ইফতার ৬।০০। **সমগ্র অসমত মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেবের তিরোতিথি পালন।**

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো বিকাশে গুরুত্ব

হিরন্ময় রায়
শেষ পর্ব

২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে এসব ক্ষেত্রে সার্বিক সূচক বৃদ্ধির হার চার দশমিক আট শতাংশ। আলাদা আলাদা ভাবে বিদ্যুৎক্ষেত্রে ১০ শতাংশ, ইস্পাত ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ, শোধনাগারের পণ্যে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ, সিমেন্ট উৎপাদনে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ, এবং সারের ক্ষেত্রে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয় এই সময়ের মধ্যে। ২০১৭-র এপ্রিল থেকে অক্টোবর এই সময় বা পর্বে সূচনার ক্রমপুঞ্জিত সার্বিক (Cumulative) বৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ৫ শতাংশ।

ভারতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বৃদ্ধিতে মূল চালিকাশক্তিগুলি হল সরকারের উদ্যোগে, পরিকাঠামো, চাহিদা, আবাসনের বিকাশ, বিদেশি বিনিয়োগ এবং সব কাবি-বেসব কাবি অংশীদারিত্ব। ২০১৭-'১৮ সালের বাজেট পরিকাঠামো খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ধার্য করা হয়েছিল ৬ হাজার ১৪৮ কোটি মার্কিন ডলার। এই সিদ্ধান্তগুলি বরাদ্দ করা হয় রেল ও মেট্রোরেল, নির্মাণ, টেলি যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ, সড়ক এবং বিমানবন্দর উন্নয়নে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রের উন্নয়নে মূল উদ্যোক্তা সরকার, একথা বলাই বাহুল্য। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং শহরাঞ্চলের নির্মাণ শিল্পের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। দেশকে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উৎপাদনের অন্যতম সেরা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চলছে জোরদার প্রয়াস। ভারতের উন্নয়নী কর্মযজ্ঞে জাপানি বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এদেশের উৎপাদন এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান। জাপানের সরকারও ভারতে বিনিয়োগের বিষয়ে আগ্রহী। মধ্যপ্রদেশে ছোটো শহরগুলিতে প্রায় ৩ লক্ষ পরিবার পাইপলাইনে জল সরবরাহ প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার ঋণ দেবে। ২০২২-এর মধ্যে সকলের জন আবাসের সংস্থানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে দেশে প্রতিদিন ৪৩ হাজার বাড়ি তৈরি হওয়া দরকার। আগামী দশকে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় বেশ কয়েকশো শহরের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে হবে। এই প্রকল্প ভারতের আবাসন বাজারকে বিশ্ব তালিকায় তিন নম্বরে তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ৩০ শতাংশ অবদান রাখবে নির্মাণ শিল্প—এমনটাই আশা করা যায়। আবাসন ও গৃহ নির্মাণ আইন (Real Estate Act), GST-র রূপায়ণ-সহ বিভিন্ন উদ্যোগ, আবাসন ও গৃহ নির্মাণের ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা কমানো প্রভৃতি পদক্ষেপ নির্মাণ ক্ষেত্রে যে গতি আনবে, তা বলাই বাহুল্য।

গ্রামীণ এলাকায় ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে ৫১ লক্ষ গৃহ নির্মাণের জন্য ২১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে রেখেছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (PMAY) আওতায় এই বছরে যে ৫১ লক্ষ গৃহ নির্মিত হচ্ছে এটি হবে তার অতিরিক্ত। সুলভ আবাসন নির্মাণে সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে সিমেন্ট, ইস্পাত, রং, শৌচালয় সামগ্রী, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি শিল্পও উপকৃত হতে পারে। জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক বা National Housing Bank-এ একটি সুলভ আবাসন তহবিল (Affordable Housing Fund) গড়ে তুলবে সরকার। PMAY-এর আওতায় না থাকলেও গ্রামীণ এলাকার মানুষ গৃহঋণে সুদে ছাড় পাবেন।

পরিকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়নে আগামী অর্থবর্ষে ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-র বৃদ্ধির জন্য পরিকাঠামো খাতে ৫০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি লগ্নি দরকার। সারা দেশকে সড়ক, বিমান, রেল, বন্দর এবং অভ্যন্তরীণ জলপথ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একসূত্রে গেঁথে ফেলার কথা বলেছে তিনি। এজন্য সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাগুলি ইক্যুইটি বা শেয়ার বাজারে ছাড়া যেতে পারে। আমদানি কার পেট্রোল এবং ডিজেলের ওপর প্রতি লিটারে ৮ টাকা পরিকাঠামো সেস বা উপ-কর বসানোর কথাও বলা হয়েছে বাজেটে। পরিকাঠামো বিনিয়োগ অথি পরিষদ (Infrastructure Investment Trust–InvIT) বা Real Investment Trust (ReITS)-এর মতো সংস্থাকে কাজে লাগানোর কথাও ভাবছে সরকার। InvIT কে কাজে লাগিয়ে এযাবৎকালীন সরকারের যে কোনও সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের তুলনায় সর্বোচ্চ। এছাড়া ২০৩৫ সাল পর্যন্ত এক্ষেত্রে আরও ৮ লক্ষ কোটি টাকা ঢালতে হবে।

২০১৭-'১৮-এর জাতীয় মহাশড়কগুলির মোট দৈর্ঘ্য ৯০০০ কিলোমিটারেরও বেশি বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। উল্লেখ্য, এদেশে ৩৩ লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। এক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয়।

রেলওয়ে ক্ষেত্রে এবার বরাদ্দ হয়েছে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার কোটি টাকা। জাতীয় পরিবহণ সংস্থার জন্য এত বেশি বরাদ্দ আগে কখনও হয়নি। ৩ হাজার ৯৯৯ কিলোমিটার রেলপথের হাল ফেরানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র বরাদ্দ করেছে ১২ হাজার ওয়াগন। ৬০০০ কিলোমিটার রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ করা হবে। গড়ে উঠবে ২০ হাজার কোটি টাকার নিরাপত্তা তহবিল। বাজেটের বাইরেও IRFC বন্ড-সহ নানা ক্ষেত্র থেকে ২৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা তুলবে রেল।

এছাড়া ঋণ বাবদ তোলা হবে ২৬ হাজার চারশো চল্লিশ কোটি টাকা। পরিকাঠানো সংস্থা Feedback India-র চেয়ারম্যান বিনায়ক চাটার্জী বলেছেন, রেলে মূলধনী খাতে খরচের সিংহভাগই যাবে বৈদ্যুতিকীকরণ, নিরাপত্তার এবং আধুনিকীকরণ বাবদ। বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে যাত্রী নিরাপত্তা এবং তাদের সুযোগসুবিধার দিকে। ভাড়া ছাড়া অন্যান্য খাত থেকেও রাজস্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে রেল দপ্তর। দক্ষতা বৃদ্ধিও তাদের অগ্রাধিকার।

গত অর্থবর্ষের নিরিখে, আবাসন এবং পরিকাঠানো বাবদ উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের জন্য ব্যয়বরাদ্দের বৃদ্ধি এবছর সর্বাধিক। সার্বিকভাবে পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির অনুপাত ১২ দশমিক দুই সাত শতাংশ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ২০১৮-র বাজেটে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে যে অর্থবরাদ্দ হয়েছে তার লক্ষ্য হল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP বৃদ্ধি তরান্বিত করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, সীমান্ত-সহ রণকৌশগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযোগ বৃদ্ধি। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পরিবহণ, পর্যটন সব ক্ষেত্রেকেই গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। স্মার্ট সিটি প্রকল্প 'নগর ভারতের' প্রযুক্তিগত চাহিদা মেটাবে বলে অর্থমন্ত্রী আশাবাদী। অমৃত (AMRUT) প্রকল্প, নগরাঞ্চলের সাধারণ পরিষেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। HRIDAY কর্মসূচি ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন সুনিশ্চিত করে পর্যটন শিল্পের প্রসারে বিশেষ অবদান রাখবে বলে সরকার আশা রাখে।

মুসলিম সন্ত মহীয়সী রাবেয়া এক অত্যুজ্জ্বল তারকা

গদাধর রানা
পর্ব ১

আমরা প্রথমত ভারতবাসী। তারপর বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষ। একথা অভ্রান্ত হলেও পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তেরই সকল সৃষ্ট জীবকে ভগবানের বা আল্লাহর একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করি। বিশেষ করে এই বাংলা একটি যৌথ পরিবারের মতো। আমরা এখানে বাঙালী, বিহারী, গুজরাতি আর মাড়োয়ারি মিলেমিশে সকলেই নিরাপদ জীবন যাপন করি। তবুও বাঙালির অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে আমরা কী বা হিন্দু কী বা মুসলমান এখনও গর্ব অনুভব করি—তার অর্থ কিন্তু অন্য কাউকে আদৌ অবহেলা বা অবজ্ঞা নয়। আমাদেরই মধ্যে হিন্দুমতালম্বী হিসাবে আমরা বৈদিক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ যেমনটি মেনে চলি, অপরপক্ষে একজন সত্যিকার মুসলিম মত বা ধর্মাবলম্বী যিনি, তিনি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভবিশিষ্ট নীতি স্বরূপ শাহাদাহ, ২) প্রার্থনা বা নামাজ, ৩) দান বা জাকাত, ৪) রামজান মাসে রোজা, ৫) হজ প্রভৃতি সকলই পালন করে থাকেন। তবেই তিনি প্রকৃত মুসলমান বলে পরিচিত হন। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য (discrimination) বা কোনো dissension অর্থাৎ বিচ্ছেদ নেই। আমরা কাজী সাহেবের ভাষায়, একই বৃন্তে দুইটি কুসুম—একথা সর্বজনবিদিত। আমরা জগতের সব ধর্মমতকেই সম্মান দিতে জানি—বলতে কি, এটি শুধু বাঙালী হিসাবেই নয়, ভারতীয় হিসাবেও বটে। সর্বোপরি, আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। আমরাই সম্প্রদায় নির্বিশেষে বহুত্ববাদী প্রাণে সর্বজনীনবাদে বিশ্বাসী হয়ে সর্বজনীন ধর্মের কথা বলি। যাতে সকল ধর্মের সমন্বি, যে ধর্ম বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্য সমূহ গ্রহণ করে আমাদের জীবনকে মধুময় করার বার্তা এনে দেয়। আমরা কোনো সম্প্রদায়ই স্বাতন্ত্র্যবাদকে বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি, অন্য ধর্ম সকল আমার ধর্মের মধ্যে নিহিত। যারই নাম অন্তর্ভুক্তিবাদ (Inclusiveness)।

এক্ষণে দীর্ঘ ভূমিকার মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমেই বিষয় শীর্ষ প্রসঙ্গে সমাক্ আলোচনায় এসে যেতে চাই। অতীতের দিনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এমন বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ পৃথিবীর বুকে জন্ম গ্রহণ করেছেন যাঁরা নিছক গতানুগতিক মনুষ্যজীবনধারার মধ্যেই কাল যাপন করেননি, তাঁরা প্রত্যেকেই আপন মহত্বের গুণে, ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার পৌরুষে বা স্ব স্ব সাধনার বলে সাধারণ জীবন হতে মহাজীবনে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, শ্রী চৈতন্য, অরবিন্দ, নজরুল, রামমোহন, হজরত মহম্মদ, শ্রীমা, স্বামীজী প্রমুখ এমন কত জনেরই কথা মনে পড়ে যায়। তাছাড়া, বলাই বাহুল্য, তাঁরা কেউ বা সনাতন হিন্দুধর্মের, কেউ বা ইহুদি, কেউবা জৈন, কেউবা খ্রীষ্টান, কেউ বা বৌদ্ধ বা মুসলিম ধর্মাবলম্বী হতেই পারেন। পার্থিব সকল ধর্মের মধ্যেই এসেছেন একাধিক মহীয়ান বা মহায়সী পুরুষ বা নারী। মূল কথা, বিশেষ কোনো শীর্ষনাম ধর্মাবলম্বী মানুষই যে আপন ধর্ম আচরণে সবোচ্চি খ্যাতিমান হয়েছেন তাই নয়- স্ব স্ব গুণে কর্মে ও কীর্তিতে নিজ ধর্মের আচরণবিধি অনুসরণকারী হয়েও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তথা সমমনোভাবাপন্ন হয়েও তাঁরা সাধনযোগে আত্মসমর্পণ করে শ্রষ্ঠা, ভগবান বা আল্লাহর প্রতি নিজেদেরকে সমর্পিত করেছেন। আমরা মনে করি—এ পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তার সবই জড়ভাবাপন্ন মানুষের দেবত্বকে স্বীকার করে এবং একই পরম কারুনিকের প্রতি আত্মনিবেদিত ভাবে শরণাগত হতে নির্দেশ দেয়—এতে কোনো দ্বিমত নেই।

আমরা এমন মত পোষণ করতেই পারি—বুদ্ধিমান বা মণীষী তাঁকেই বলা হয় যিনি আসক্তি ও ফলাকাঙ্খা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ অর্থে কর্ম করেন। তাঁদেরই জীবন হচ্ছে আধ্যাত্মিকতায় ভরা। এ জীবনের কথাই হচ্ছে অন্তরে দৈবীভাবকে উপলব্ধি এবং দৈনন্দিন জীবনে সেটিকে বিমূর্ত করা।

এ ধরনের ব্যক্তিস্বসমূহই প্রায়ই তাঁদের অন্তরেন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা মনের অসংযত কামনাকে ন্যায়নন্তের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হন—এটাই তাঁদের জীবনসাধনা। তারই মাধ্যমে তাঁরা প্রত্যেকেই আপন অন্তর্নিহিত পরমপুরুষের নিকট অর্থাৎ নিজের বিবেকের কাছেই আত্মসমর্পন করেন। এঁদের প্রত্যেকের অন্তরের কথাই হচ্ছে—আত্মস্বার্থবর্জনে পরোপকার বা সহানুভূতিতেই পুন্য আর পরপীড়নেই হয় পাপ। এঁদের মহত্ব, এঁদের নম্রতা, জগতের জন্য এঁদের উদারতা হয় কালজয়ী, সেকারনেই এঁরা জগতে কিংবদন্তি তুল্য হ'য়ে পিছনে এক অমৃতময় জীবনকে বা আদর্শকে রেখে যান, যা লাভ ক'রে উত্তরসুরিরা চিত্তবিত্তে লাভবান হন।

আমরা এক্ষণে বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে অন্যতম ইসলাম ধর্মাস্তর্ভুক্ত এক মুসলিম সন্ত মহীয়সী রাবেয়ার কথা আলোচনা করব। প্রকৃতপক্ষে তিনি আপন জীবদ্দশায় শত দারিদ্র্য নিয়েই অসহ যন্ত্রণা কাতর জীবনবরণ করেও এক মহাসাধিকার জীবনকে কাটিয়ে গেছেন। আমাদের হিন্দুধর্মের মধ্যে এহেন সাধিকা মীরাবাঈকে আমরা চিনি বা জানি।

আমরা মুসলমানদের মতে জেনেছি, ষষ্ঠ শতাব্দীতেও আরবদেশে ইসলাম ধর্মের উদ্ভব হয়নি। স্বয়ং আল্লাহই এর সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় ইসলামি মতেই আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানুষ। মানুষ কিন্তু তাঁর দিব্য উৎসের কথা ভুলে যায়।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

সে তো এসেছিল আমার হাত ধরে

সে তো এসেছিল আমার হাত ধরে। সে মানে আমার স্ত্রী। একদিন ২৪নং বিহারী হালদার লেন হাওড়া-২ এই ঠিকানায় বসবাস করতো। সেখানেই আলাপ হয়েছিল। তারপর একদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমার বাড়িতে (৮/২ অনন্ত দেব মুখার্জী লেন হাওড়া ২) আমার স্ত্রী হিসাবে এসেছিল। একজন স্ত্রী হিসাবে আমার সংসারের সব দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বাড়ির বড় হিসাবে যা যা করার ছিল, সবটাই দায়িত্বের সাথে পালন করে গেছেন। বাড়ির প্রতিসদস্যই তাদের বড় বৌদিকে মায়ের চোখে দেখতো। আবার আমার স্ত্রী দেওর ভেবে পাশে থাকত না, মনে করত ওরা তাঁর সন্তান। একমাত্র সন্তানকে খুব সযত্নেই লালন পালন করেছিলেন। মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে হবে, এটা বার বার বলতো। শরীরে কোনো রোগের বহিঃপ্রকাশ ছিল না। সব সময়েই মুখেতে হাসি লেগে থাকা সেই মানুষটার শরীরে এমন একটা রোগের দেখা দিল, যার কোনও উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। উত্তর আসবে না, তবুও হাল ছেড়ে দিতে পারিনি। একটা ভাল উত্তরের আসায় বার বার ছুটে গেছি মুম্বাইতে। সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছি। আবার নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছি। একটা ভাল উত্তর পাব বলে আশাও করেছিলাম এই দীর্ঘ সংগ্রামের পর। প্রায় ৯ বছর ধরে পরীক্ষার হলে বসে আমার স্ত্রী পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন। ভাবতাম এবার বোধহয় ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করে যাবে। কিন্তু আশাস ছাড়া কোনও কিছুই পাওয়া যায়নি। ওই যে, উত্তরটা আজও কেউ বলতে পারেনি। তাই যারা এই পরীক্ষায় বসে, তাদের উত্তর জানা থাকে না বলেই, বার বার বিফল হয়ে ফিরে আসে। আমার স্ত্রীও বিফল হয়ে ফিরে এল। আর পরীক্ষার হলে বসে কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না। আজ আমার স্ত্রীর কাছে কোনো প্রশ্নপত্রই নেই। সব লেখাটাই শেষ হয়ে গেছে। আজ কিশোর কুমারের গাওয়া সেই গানটি মনে পড়ে যাচ্ছে—আশা ছিল/ভালোবাসা ছিল/আজ আশা নেই/ভালোবাসা নেই।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিককরোড
(ইউবিযত ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়